অসম উন্নয়ন তত্ত্ব**(Theory of unbalaced growth)**

অর্থনীতিবিদ Hirschman এবং Singer সুষম উন্নয়নের বিকল্প পন্থা হিসাবে অসম উন্নয়ন কৌশল ধারণাটির অবতারণা করেন । তাদের মতে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হলো উৎপাদনশীল উপকরণের স্বল্পতা। উপকরণের স্বল্পতার জন্যই সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা অনুন্নত দেশের পক্ষে সম্ভব হয় না। অনুন্নত দেশের মূলধন কম থাকে ।এছাড়া দক্ষ শ্রমিক ও দক্ষ উদ্যোক্তা ও কম থাকে। কাজেই স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অসম উন্নয়ন।

হার্সম্যানের মতে অনুন্নত দেশের উপকরণের স্বল্পতার দরুণ বহু বিকল্প প্রকল্পে একসাথে উপকরণের নিয়োগ সম্ভব হয় না ।তার মূল বক্তব্য হলো এই যে বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে কোনটিকে আগে গ্রহণ করা হবে সেটি স্থির করতে হবে কোন প্রকল্পটি গ্রহণ করলে সেটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক অবদান সৃষ্টি করতে পারে তার ওপর। যে প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি হবে সেই প্রকল্পটিকেই আগে গ্রহণ করা উচিত ।

হার্সম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী কোন দেশের বিনিয়োগকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে একটি হলো সামাজিক স্থায়ী মূলধন (Social Overhead Capital ,সংক্ষেপে SOC)অপরটি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কাজকর্ম (Directly Productive Activities সংক্ষেপে DPA)। SOC বলতে বোঝায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ, বিদ্যুৎ, সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি। এই ধরনের সামাজিক স্থায়ী মূলধন গঠন করার জন্য বিনিয়োগ করা হলে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না কিন্তু পরবর্তীকালে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এইগুলি পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কাজকর্ম হলো সেই ধরনের বিনিয়োগ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হয়ে থাকে।

যদি স্বল্পোন্নত দেশের প্রচুর মূলধন থাকতো তাহলে SOC এবং DPA এই দুটোকেই সমানভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হতো। কিন্তু অনুন্নত দেশের মূলধনের অভাব থাকার জন্য অনুন্নত দেশ একই সঙ্গে SOC এবং DPA গড়ে তুলতে পারে না ।হার্সম্যানের মতে SOC এবং DPA র মধ্যে যেকোনো একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলেই অপরটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে। SOC বা সামাজিক স্থায়ী মূলধনে বিনিয়োগ করলে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না ঠিকই কিন্তু সামাজিক স্থায়ী মূলধনের সুবিধা ভোগ করার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসে এবং প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন শুরু করে । এইভাবে SOCতে বিনিয়োগ করা হলে সেটি DPA বিকাশকে সাহায্য করতে পারে । এটি এক ধরনের উন্নয়ন কৌশল ।এই ধরনের উন্নয়ন ঘটলে তাকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়ন **(Development vea excess capacity)** বলা হয় ।যতদিন না পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কার্যকলাপ সৃষ্টি হচ্ছে ততদিন সামাজিক স্থায়ী মূলধনের সম্পূর্ণ ব্যবহার হবে না ।

অপরদিকে যদি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কার্যকলাপের দিকে জোর দেওয়া হয় তাহলে উন্নয়নের প্রথম দিকে সামাজিক স্থায়ী মূলধনের অভাব দেখা দেয় তার ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানা রূপ চাপের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা অথবা সরকার সামাজিক মূলধন যোগান দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে ।এইভাবে যদি প্রাথমিক স্তরে বিকাশ ঘটানো হয় তাহলে তা সামাজিক স্থায়ী মূলধনকে ও বিকশিত করতে সাহায্য করে। এই ধরনের উন্নয়নের পথকে বলা হয় অপ্রাচুর্যতার

APARNA BISWAS

মাধ্যমে উন্নয়নI(Development via shortage) হার্সম্যানের মতে এই উভয়পথেই কোন একটি অর্থনীতি বিকাশ লাভ করতে পারেI উভয় ক্ষেত্রেই কোন একটি ক্ষেত্রে উৎপাদনে জোড় দেওয়ার ফলে অপর ক্ষেত্রে কিছু উৎসাহ বা চাপের সৃষ্টি হয় যার ফলে সেই ক্ষেত্রটিও বিকাশ লাভ করে। এই দুটি বিকল্প অসম উন্নয়ন পথের মধ্যে কোনটিকে কোন দেশ গ্রহণ করবে সেটি নির্ভর করছে কোনটি গ্রহণ করলে অর্থনীতির উপর চাপ সব থেকে বেশি পড়বে বা কোনটি গ্রহণ করলে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বেশি অনুপ্রাণিত হবে–বিনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে আসবে তার ওপর I একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

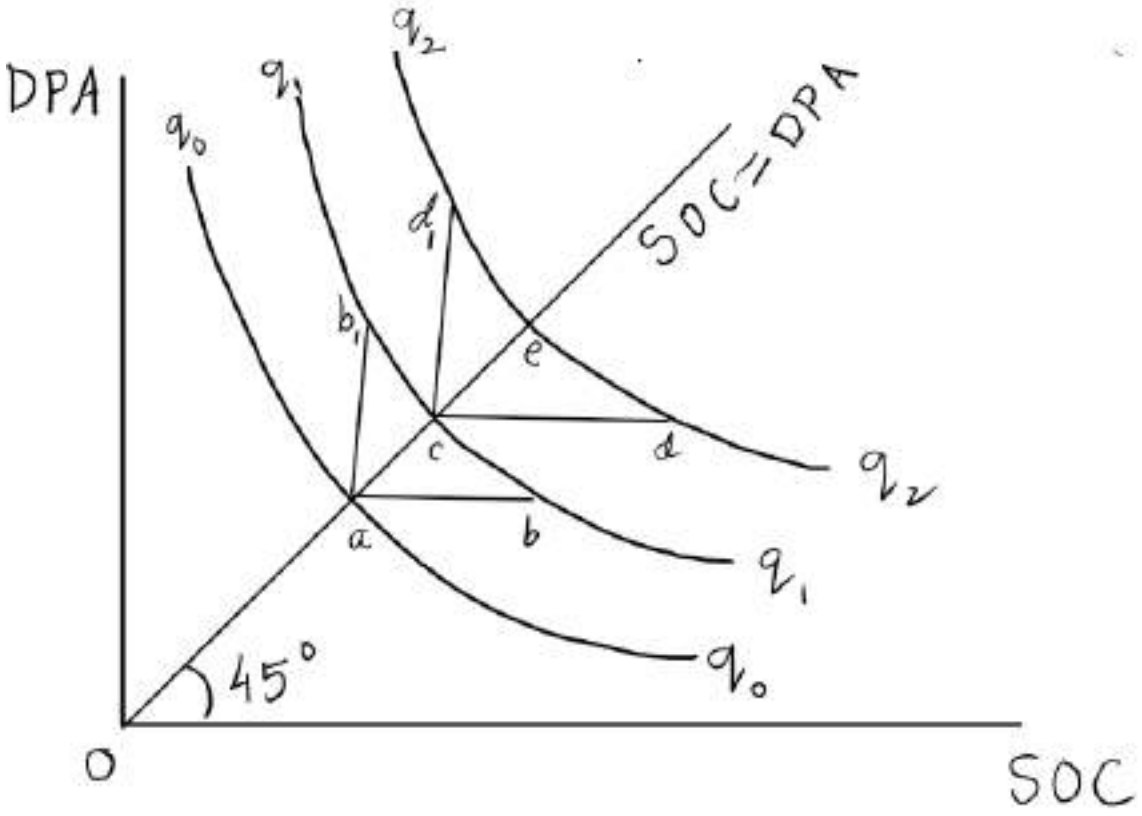

রেখাচিত্রে আমরা অনুভূমিকক্ষে SOC এবং উলম্বকক্ষে DPA কে পরিমাপ করছি I চিত্রে q_0 q_0 , q_1 q_1, q_2 q_2 প্রভৃতি হল সম উৎপাদন রেখা I রেখাচিত্রে 45^0 লাইন দ্বারা দেখানো হয়েছে যে, রেখার যে কোন বিন্দুতে SOC ও DPA পরস্পর সমান Iএই রেখাটি বরাবর অগ্রসর হলে SOC ও DPAসমানভাবে গড়ে ওঠে Iএই 45^0 লাইনটিকে সুষম উন্নয়নের পথ বলা যেতে পারেI কিন্তু অনুন্নত দেশের পক্ষে সুষম উন্নয়নের পথ অনুসরণ করা সম্ভব হয় না কারণ এই পথ ধরে চলার মতো সম্পদ অনুন্নত দেশের থাকে না। অনুন্নত দেশ দুটি বিকল্প পথের যে কোন একটি ধরে অগ্রসর হতে পারে Iএকটি হল

উদ্বৃত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়ন, অপরটি হল অপ্রাচুর্যতার মাধ্যমে উন্নয়ন। রেখাচিত্রে a -b-c-d-e পথ হল উদ্বৃত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়নের পথ ।এখানে প্রথমে SOC র পরিমাণ a থেকে b পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো ।SOC বৃদ্ধির ফলে DPA গড়ে ওঠে এবং অর্থনীতি তখন b থেকে c পৌঁছায় ।পুনরায় SOC বৃদ্ধি করে c থেকে d বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া হলে SOC বৃদ্ধি পুনরায় DPA কে বাড়িয়ে তোলে ।ফলে অর্থনীতি d থেকে e বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায় । এইভাবে ক্রমাগত SOC বৃদ্ধির মাধ্যমে অসম উন্নয়ন ঘটতে পারে । এটি হলো উদ্বৃত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়ন ।অপরদিকে অর্থনীতি a থেকে b_1পথেও অগ্রসর হতে পারে। এই পথটি হলো অপ্রাচুর্যতার মাধ্যমে উন্নয়নের পথ ।এক্ষেত্রে প্রথমে DPA বৃদ্ধি করা হলে অর্থনীতি a থেকে b_1 বিন্দুতে পৌঁছায় । তখন তার প্রভাবে অর্থনীতি c বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায় । পুনরায় DPA c থেকে d_1বৃদ্ধি করা হলে অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে e বিন্দুতে পৌঁছায়। । এটিই হল অপ্রাচুর্যতার মাধ্যমে উন্নয়ন। হার্সম্যানের মতে কোন একটি অনুন্নত দেশ SOC বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটাবে নাকি DPA বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটাবে সেটি নির্ভর করছে কোন পথটি গ্রহণ করলে সর্বাপেক্ষা বেশি প্ররোচনা বা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তার ওপর ।তবে ঘাটতি বা অ প্রাচুর্যতার মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে অর্থনীতিতে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কিন্তু উদ্বৃত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটালে সেই আশঙ্কা নেই ।প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে কোনটিকে আগে গ্রহণ করা হবে এবং কোনটিকে পরে গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কিত আলোচনায় হার্সম্যান বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংযোগ প্রভাব– সম্মুখ প্রতি সংযোগ প্রভাব এবং পশ্চাৎ গতি সংযোগ প্রভাব- এর কথা বলেছেন। তার মতে যে সমস্ত শিল্পের মোট সংযোগ প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি সেই শিল্পগুলোকে আগে গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলোর বিকাশের জন্যই সর্বাপেক্ষা বেশি জোর দিতে হবে । কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রের সংযোগ প্রভাবের মধ্যে যদি তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যায় শিল্পক্ষেত্রের সম্মুখ গতি ও পশ্চাৎ ক্ষতি সংযোগের মোট প্রভাব বেশি । সেজন্য অনুন্নত দেশের উচিত শিল্প ক্ষেত্রে অধিক জোর দেওয়া। আমরা যদি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প গুলোর তুলনা করি তাহলে দেখা যায় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের সম্মুখ গতি প্রভাব এবং পশ্চাৎপতি সংযোগ প্রভাব বেশি। হার্সম্যান মনে করেন ভোগ্য দ্রব্যের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে বেশি জোর দেওয়া উচিত।এই ক্ষেত্রেগুলির বিকাশ অন্য ক্ষেত্র গুলোকে বিকশিত হতে সাহায্য করবে ।অর্থনীতিতে এইভাবে একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রের ভারসাম্য সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয় ঠিকই কিন্তু সম্মুখ গতি ও পশ্চাৎগতি সংযোগের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রগুলি বিকশিত হয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে থাকে।

<u>অসম উন্নয়ন তত্ত্বের সমালোচনা —</u>

i) অসম উন্নয়ন কৌশলে ধরে নেওয়া হয় যে একটি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটলে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটে। কিন্তু যদি বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে না আসে তাহলে অন্য ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে না। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অনিশ্চয়তা রয়েছে ।

ii)অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলে চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকে না । কাজেই এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে ।

iii)অসম উন্নয়ন কৌশলে যে সংযোগ প্রভাবের (সম্মুখগতির সংযোগ প্রভাব এবং পশ্চাতগতি সংযোগ প্রভাব) কথা বলা হয় সেগুলি স্বল্পোন্নত দেশে খুব বেশি সক্রিয় নয়। তাছাড়া কোন ক্ষেত্রে সংযোগ প্রভাব কতটুকু এটি সহজে পরিমাপ করা যায় না । সেজন্য অসম উন্নয়ন কৌশল তত্ব কার্যকরা করা শক্ত।

iv) অসসম উন্নয়ন তত্ত্বে ধরা হয় যে কৃষি ক্ষেত্র অপেক্ষা শিল্প ক্ষেত্রে সংযোগ প্রভাব বেশি সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পের উপরই জোর দেওয়া দরকার । কিন্তু এই বক্তব্যটি সার্বিকভাবে সমর্থন করা যায় না ।

APARNA BISWAS

v) অসম উন্নয়ন কৌশলে ভারী মূলধনী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।কিন্তু এর জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম আমদানি করার প্রয়োজন হতে পারে ।ফলে স্বল্পোন্নত দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা দিতে পারে।
vi)অসম উন্নয়ন কৌশলে সরকারের ভূমিকা কম থাকে ।কিন্তু সরকারের ভূমিকা ঠিক কতটা হবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা এই তত্ত্বে নেই ।
vii)অর্থনীতিবিদ এস কে নাথ মনে করেন যে অসম উন্নয়ন কৌশল ঘাটতি, ভারসাম্যহীনতা ও নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করে ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হতে পারে।

তাহলে প্রশ্ন হল অনুন্নত দেশের কোন উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা উচিত? একদিকে ইংল্যান্ড ও জাপান কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সুষম উন্নয়নের পথে উন্নত দেশ কিন্তু তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছিল। অর্থাৎ অতীতের তত্ত্বের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না ।তবে বলা যায় যে উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত–i) সম্পদের পরিমাণ ii) উন্নয়নের বাঞ্ছিত হার iii) পরিকল্পনার সময়কাল । অর্থনীতিতে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ থাকে, যদি বাঞ্ছিত উন্নয়নের হার নিম্ন হয় এবং যদি পরিকল্পনার সময়কাল দীর্ঘ হয় তাহলে দেশটির পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা ভালো। আর যদি বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সীমিত হয়, যদি স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চতর উন্নয়নের হার অর্জন করার প্রয়োজন হয় তাহলে দেশটির সর্বোত্তম নীতি হলো অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সীমিত তাই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

APARNA BISWAS